জন লক ঃ রাজনৈতিক ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিকার

প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে লকের ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক অধিকার পরম্পরার অন্তর্গত অন্যান্য চিন্তাবিদগণের ভাষ্যের তুলনায় অধিকতর প্রভাবশালী। প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে লক ধর্মীয় ঐতিহ্যকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, তাঁর মতে, প্রাকৃতিক বিধি ও প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা মানুষের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এক্ষেত্রে লকের মতের সঙ্গে মধ্যযুগের স্কলাস্টিক চিন্তাবিদ টমাস একুইনাস (Thomas Aquinas)-এর কথার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তবু তাঁর মত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নবজাগরণ এবং উদারপন্থী ভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

লকের মতে, মানুষ যখন প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত, তখন সেখানে কোনো রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্য ভোগ করত। তিনি মানুষের চরিত্রের মধ্যে এক সমাজবদ্ধতা (sociability) আবিষ্কার করেন এই অর্থে যে, মানুষ কোনো রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে খুব স্বাভাবিক নিয়মে দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করে ; সে পরিবার ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হল ঃ লক-এর মতে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন কেমন ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে লক-এর বক্তব্য হবস্-এর ভাষ্যের থেকে পৃথক। তাঁর ভাবনায় প্রকৃতির রাজ্য, অস্থায়ী হলেও, কোনো "পাশবিক" (brutish) অবস্থা নয়। প্রকৃতির রাজ্যে সকল ব্যক্তি বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন, সমান স্বাধীনতা ও সুযোগ ভোগ করত। লক-এর মতে, মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এই বিচার-বুদ্ধি তাকে অন্যান্য জীব প্রজাতি থেকে পৃথক করে এবং এটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়ণে তাকে অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ করে তোলে। লক মনে করেন যে, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন, যা তাকে কোনো প্রস্তাবের সপক্ষে বা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং সেই সিদ্ধান্তকে কর্মে রূপ দেবার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। তিনি আরও বলেন যে, প্রকৃতির রাজ্য মানুষকে সাম্যের অধিকার দান করে। প্রকৃতির রাজ্যে একজন ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির মতো সমান সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করে। একই প্রজাতিভুক্ত এবং একই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আবেগের অধিকারী হওয়ার জন্য মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে কারুর বশ্যতা বা দাসত্ব স্বীকার করে না। এসব সত্ত্বেও, লক-এর মতে, মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে।

লক-এর মতে, রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনার পূর্বে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল সুবর্ণযুগ (golden age)। তখন মানুষ শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করত এবং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা চালিত হত। কিন্তু প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়ম কেউ

লঙ্ঘন করলে তাকে শাস্তি দেবার কর্তৃত্ব কারুর উপর ন্যস্ত ছিল না। সেকারণে মানুষ পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠন করল এবং দোষীকে শাস্তি দেবার জন্য একজন ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করল।

আমরা দেখেছি যে, হবস্-এর চিন্তায় রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে অধিকারের অস্তিত্ব ছিল না, বরং রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর সেটি মানুষকে অধিকার দান করল। কিন্তু লক-এর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ জন্মগত অধিকার হিসেবে অধিকার ভোগ করছিল এবং রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হল এই সহজাত অধিকারগুলি ভোগ থেকে মানুষ কোনোভাবেই যাতে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা। লক-এর মতে, প্রকৃতির রাজ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির বিধি (the natural law)-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির রাজ্যে ঈশ্বর মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা অবাধ নয়। অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে বহাল স্বাধীনতা যা ইচ্ছে তা করার স্বাধীনতা নয় বরং সে স্বাধীনতা প্রকৃতির বিধির দ্বারা সীমায়িত।

লক-এর মতে, প্রাকৃতিক বিধি সর্বোচ্চ নৈতিক বিধি এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই নীতি অনুসরণ করে চলা উচিত। এই নীতিকে যুক্তিবুদ্ধি (reason)-র দ্বারা জানা যায়। বিচার-বুদ্ধি মানুষকে শুধু পশুদের থেকে পৃথক করে না, এটি প্রাকৃতিক বিধির জ্ঞানলাভে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিচারবুদ্ধির নীতি হিসেবে প্রাকৃতিক বিধি মানুষকে তার মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করে অর্থাৎ তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণের পথে পরিচালিত করে। অন্য কথায়, প্রাকৃতিক বিধির দৌলতে সে তার জীবন, কর্মস্বাধীনতা ও তার সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বত্ববান (entitiled) হয়। তবে একটি শর্তে, এবং সেটি হল সে যেন অন্যের অনুরূপ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এভাবে লক-এর অধিকার তত্ত্বে প্রাকৃতিক বিধি থেকে প্রাকৃতিক অধিকার ধারণা নিঃসৃত হয়েছে। লক তিনটি অধিকারের কথা বলেছেন এবং সেগুলি আমরা নিম্নে আলোচনা করব।

(ক) জীবনের অধিকার ঃ মানুষের জীবনের অধিকার আছে। সে জীবনের সুরক্ষার জন্য যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। যদিও মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে কিন্তু তার নিজের জীবন ধ্বংস করার স্বাধীনতা তার নেই। লক মনে করেন যে, ব্যক্তি হিসেবে মানুষ একটি সম্পত্তি যার উপর একমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার আছে। প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রতি কর্তব্য হিসেবে এটিকে রক্ষার দায়িত্ব তার রয়েছে। তবে তার জীবন রক্ষার দায়িত্ব ব্যক্তির একার নয়, অন্যেরও কর্তব্য রয়েছে ঐ ব্যক্তির

জীবনরক্ষা করা। কারণ, কোনো ব্যক্তির জীবনের অধিকারের কোনো অর্থ থাকবে না, যদি অন্য ব্যক্তিগণ এই অধিকারের বৈধতার স্বীকৃতি না দেয়। লক-এর মতে, প্রাকৃতিক বিধির বৈধতা স্বীকার করে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হল অন্য ব্যক্তির জীবন রক্ষার স্বীকৃতি দান করা এবং জীবন সংকটে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু লক-এর মতে, যদিও জীবনের অধিকার রক্ষায় সমাজের অন্য ব্যক্তির কর্তব্য থাকলেও রাষ্ট্র হচ্ছে এ অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে চরমভাবে দায়িত্বসম্পন্ন।

(খ) সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার ঃ লক-এর মতে, প্রকৃতির রাজ্য সাম্য ও স্বাধীনতার অবস্থা। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ একই প্রজাতির সদস্য হিসেবে সমপদমর্যাদা নিয়ে বাস করে। কোনো ব্যক্তি অন্য কারুর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বা নিকৃষ্টতর নয়। ব্যক্তিবর্গকে শাসন করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষও ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃতির সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। প্রত্যেকের সমান আদান-প্রদানের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র (reciprocal power and jurisdiction) ছিল। তাছাড়া, তারা প্রত্যেকে সমান বিচারবুদ্ধি এবং একই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধিকারী। এভাবে প্রকৃতির রাজ্য এক পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা (the perfect state of liberty)।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা কোনোভাবেই অবাধ স্বাধীনতা নয়; বরং এই স্বাধীনতা প্রাকৃতিক বিধির দ্বারা সীমায়িত। এ কথার অর্থ হল এই যে, একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা অপরের অধিকারের দ্বারা সীমায়িত। এই স্বাধীনতা অন্যের খেয়ালখুশির বা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। অন্য কথায়, প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজমান স্বাধীনতা প্রাকৃতিক বিধির দ্বারা স্বীকৃত ও অনুমোদনপ্রাপ্ত। এরূপ স্বাধীনতা দৈহিক-মানসিকভাবে বেঁচে থাকা এবং নৈতিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ উভয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

(গ) সম্পত্তির অধিকার ঃ প্রথমেই জানা দরকার, সম্পত্তি বলতে লক কী বোঝেন? লক-এর মতে সম্পত্তি হল যা তার ব্যক্তিত্ব ও তার অধিকারে থাকা বস্তু ("....property which men have in their persons as well as goods")। লক বলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থিত কোনো প্রয়োজনীয় বস্তুর অধিকারী হওয়া ন্যায্য। কারণ, এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুনিচয়ের উপর সকল ব্যক্তির সমানাধিকার রয়েছে। সুশীল সমাজ বা সরকারের উৎপত্তির পূর্বে এ সকল বস্তুর উপর অধিকার কায়েম করা অন্য কারুর অনুমতির উপর নির্ভর করত না। কারণ আত্মরক্ষার খাতিরে প্রাকৃতিক অধিকার হিসেবে সম্পত্তির অধিকার ঈশ্বর-প্রদত্ত। তবে পৃথিবীর যে-কোনো বস্তুকে নিজের সম্পত্তিতে পরিণত

করার ক্ষেত্রে লক একটি শর্ত আরোপ করেছেন। সেটি হল এই যে, কোনো বস্তুকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে পাবার জন্য ব্যক্তিকে তার নিজের "কিছু" সেই বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং সেই "কিছু" হল তার শ্রম। অন্য ভাষায়, প্রকৃতি মানুষকে আপনা-আপনি কোনো সম্পত্তি দান করে না, কোনো বস্তুকে নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য সেটির সঙ্গে তার শ্রম যুক্ত করতে হবে। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তুর পেছনে তার শ্রম দান করবে, তখনই সে সেই বস্তুর অধিকারী হতে পারবে। তার শ্রমই সে বস্তুতে মূল্য (value) যুক্ত করে এবং এভাবে সেটি তার অধিকারে আসে।

উপরিবর্ণিত প্রাকৃতিক অধিকারগুলি একাকী কোনো ব্যক্তির পক্ষে রক্ষা সম্ভব নয়। সেজন্য ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হল যাকে "সামাজিক চুক্তি" ("Social Contract") বলা হয়। এভাবে উদ্ভূত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও বৈধতা নির্ভর করবে তার উপরোক্ত প্রাকৃতিক অধিকারগুলি রক্ষা করার সামর্থ্য ও সদিচ্ছার উপর। হবস্-এর মতো লক রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী নন। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য যা যা করণীয় রাষ্ট্রের কাজ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া, হবস্-এর মতো লক প্রাকৃতিক অধিকারগুলির নৈতিক শক্তি সার্বভৌম রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে নারাজ বরং তিনি প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন। লকের মতে, রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হল, প্রকৃতির রাজ্যের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা যাতে সেখানে মানুষ স্বচ্ছন্দে প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে।